মিটিং মিনিটস্

অদ্য ৪০-১২-২০১৮ ইং রোজ মঙ্গলবার আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ত্রিশাল ট্রেনিং সেন্টারে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংএ যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ও যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় তা নিম্নে ক্রমানুসারে দেওয়া হল।

- **শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ** সভার শুরুতে ডি.ডি(এম.এফ) মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ও আগামী দিন গুলো যেন সকলের ভাল ভাবে কাটে এই শুভ কামনা করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।
- **স্টাফদের আয়কর রির্টান ও (TIN) সার্টিফিকেট নিয়ে আলোচনা ঃ** স্টাফদের আয়কর রির্টান দাখিল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী আয়করের আওতায় আছেন তাদের কে দ্রুত সময়ের মধ্যে (TIN) সার্টিফিকেট করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
- **পি.এফ ঋণ, পি.এফ ও জামানতের টাকা উত্তোলন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** পি.এফ ঋণ, পি.এফ ও জামানতের টাকা উত্তোলন করতে বিলম্ব হওয়ায় যাতে তা যত দ্রুত সম্ভব পি.এফ ঋণের চেক কর্মকর্তা কর্মচারীরা হাতে পায় সে ব্যপারে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আশ্বস্ত করেন যে যত দ্রুত সম্ভব পি.এফ ঋণের চেক কর্মকর্তা কর্মচারীরা হাতে পায় সে ব্যপারে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।
- **বকেয়া আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ঃ** বছরের শেষ মাস হওয়ায় বকেয়া আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বকেয়া আদয়ের টীম কার্যকর করতে হবে এবং প্রতিদিন বিকেল বেলা বকেয়া আদায়ের জন্য বের হতে হবে। প্রয়োজনে বকেয়া ঋনীদের নোটিশ প্রদান করে ও আইনি সহায়তা নিয়ে বকেয়া আদায়ের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- **বাৎসরিক পিকনিক সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** আসপাডা পরিবারের ২০১৯ ইং সালের বাৎসরিক পিকনিক আগামী ৪ই জানুয়ারী/২০১৯ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে।
- **স্টাফ আইডি কার্ড এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা ঃ** শাখার সকল স্টাফদেরে কে বাধ্যতামূলক স্টাফ আই.ডি ব্যবহার করতে হবে। যাদের এখনো আই.ডি কার্ড হয়নি তাদের আই.ডি কার্ডের তথ্য সংশ্লিষ্ট আইটি অফিসারের নিকট এক সপ্তাহে মধ্যে দেওয়া জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **ইডিও দের মাসিক কালেকশন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** আগামী ৩০ শে ডিসেম্বর/২০১৮ ইং তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনষ্ঠিত হওয়ার কারনে ইডিওদের মাসিক কালেকশন ২০ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। কর্ম এলাকায় নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ধরনের আলোচনা-সমালোচন, তর্ক-বিতর্ক না করা এবং ফেইস বুকে এলাকায় নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ধরনের পোষ্ট না দেওয়া জন্য সকল কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- **আর্থিক অনিয়ম ও তাহা চিহ্নিত করন নিয়ে আলোচনা ঃ** বিগত মাস গুলোতে বিভিন্ন শাখায় যে সকল আর্থিক অনিয়ম হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শাখা গুলোতে কোন কোন পন্থায় আর্থিক অনিয়ম হয় ও তা চিহ্নিত করনের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে এবং কোন কোন কাজের মাধ্যমে আর্থিক অনিয়ম হতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডিডি(এম.এফ) মহোদয়।
- **অনিয়মিত সঞ্চয় আদায় বন্ধ নিয়ে আলোচনা ঃ** অনিয়মিত সঞ্চয় আদায়ে আর্থিক অনিয়ম হতে পারে বলে মনে করা হয়। কোন সদস্যের নিকট থেকে অনিয়মিত সঞ্চয় আনা যাবে না। সদস্যদের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান টাকা প্রতি সপ্তাহে সঞ্চয় হিসাবে আনতে হবে। এছাড়াও সদস্যদের নিকট থেকে সঞ্চয়ের পরিমান বেশী করে আনার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। নতুন ঋণ বিতরনের সময় সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির জন্যও পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- **বড় বড় ডিপিএস সমূহ চেকিং নিয়ে আলোচনা ঃ** ডিপিএস এর টাকায় বেশী আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে। শাখায় যত বড় বড় অংকের ডিপিএস আছে সে গুলোর তালিকা করে ডিপিএস কারীর সাথে যোগাযেগ করে জানতে হবে যে উনার ডিপিএস এর টাকা দিয়েছে কি-না। আর যদি দিয়ে থাকে তা হলে সি.ও/ ই.ডিও তা টপসীট করেছে কি-না তাহা যাচাই করতে শাখা ব্যবস্থাপকদের কে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **অগ্রীম কিস্তি ও সঞ্চয় আদায় নিয়ে আলোচনা ঃ** সমিতি থেকে অগ্রীম কিস্তি বা সঞ্চয় জমা আনলে অবশ্যই ফোনের মাধম্যে বি.এম কে অবহিত করতে হবে। বি.এম. এর সাথে পরামর্শ না করে অগ্রীম কিস্তি জমা আনা যাবে না। যে সকল সদস্য অগ্রীম কিস্তি প্রদান করে তাদের নামের তালিকা রেজিস্টার ভুক্ত করতে হবে এবং তা যাচাই করতে হবে।
- **কালেকশনসীট যাচাই সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** বি,এম কে অবশ্যই কালেকশনসীট নিয়মিত সঠিক ভাবে যাচাই করতে হবে। কালেকশনসীট যাচাই করে কালেকশন সীটের প্রত্যেক পৃষ্টায় বি.এম ও এমআইএস কে স্বাক্ষর দিতে হবে (পৃষ্টার নিচে খালি না থাকলে পৃষ্টার উপরে স্বাক্ষর দিতে হবে)। কালেকশনসীট যাচাই এ আরো বেশী কৌশলী হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- **ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং পাশবই ছাড়া করা যাবে না। পাশবই দেখে ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং করতে হবে। ডিপিএস ব্যালেন্সের ও ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং করতে হবে। পাশবই ছাড়া যদি ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং করা হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
- **বিকাশ রেজিষ্টার করা নিয়ে আলোচনা ঃ** বিকাশে সি.ও. দের মোবাইলে টাকা না পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শাখার বি.এম. ও এম.আই.এস. এর মোবাইল নাম্বারে বিকাশ একাউন্ট খোলার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও যে সকল সদস্য বিকাশে কিস্তি দেয় তাদেরকে বিকাশ রেজিষ্টার করে তালিকাভুক্ত করে তথ্য সংরক্ষন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **স্বাস্থ্য সঞ্চয় সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** স্বাস্থ্য সঞ্চয় দিয়ে ঋণ সমন্বয় থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত থাকতে হবে। সমন্বয় করে সদস্য রাখলে কোন অবস্থাতেই স্বাস্থ্য সঞ্চয় ফেরত দেওয়া যাবে না। স্বাস্থ্য সঞ্চয় আদায়ের হার বৃদ্ধি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া কোন ধরনের ঋণ সমন্বয় করে রাখা যাবে না।
- **পাশবই বিতরন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** ভর্তি রেজিষ্টার দেখে প্রতিদিনের পাশবই প্রতিদিন বিতরন করতে হবে। ভর্তির পরের সপ্তাহেই সদস্যকে তার পাশবই বুঝিয়ে দিতে হবে। পাশবই সংক্রান্ত কোন অনিয়ম হলে অথবা পাশবই এর যথাযথ হিসাব না থাকলে প্রতি পাশবইয়ের জন্য ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা দিতে হবে। হারানো পাশবই প্রদানে ক্ষেত্রে সদস্যের নিকট থেকে আবেদন পত্র গ্রহন করতে হবে ও তা যথাযথ সংরক্ষন করতে হবে।
- **সমিতি পরিদর্শনের নতুন ফরমেট নিয়ে আলোচনা ঃ** সমিতি পরিদর্শন কালে সকলকে সমিতি পরিদর্শনের যে নতুন ফরমেট দেওয়া হয়েছে তা সঠিক ভাবে পূরন করে যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে। অনুপস্থিত সদস্য সরজমিনে যাচাই করে মন্তব্য লিখতে হবে এবং যথাযথ তথ্য দিয়ে সমিতি পরিদর্শন ফরম পূরন করে সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা রাখতে হবে। এমআইএসদের কে প্রতিদিন কমপক্ষে ১টি করে সমিতি পরিদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না তাই তা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **এককালীন সঞ্চয় (এফ.জি.এস) বন্ধ সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** চলতি ডিসেম্বার/২০১৮ ইং মাস হতে এককালীন সঞ্চয় (এফ.জি.এস) আর নতুন করে খুলা যাবে না। তবে আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফউন্ডেশন এর কর্মকর্তা কর্মচারীগন তাদের নিজের নামে এককালীন সঞ্চয় (এফ.জি.এস) করতে পারবেন। এককালীন সঞ্চয় (এফ.জি.এস) এর যে সকল পাশবই ব্যবহার করা হয় নি তা সাব-প্রধান কার্যালয়, ভালুকা এর এম.আই.এস অফিসার আবুল কালাম আযাদ এর নিকট ফেরত দেওয়া জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **ডিপিএস এর পুরাতন পাশবই পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা ঃ** ডিপিএস এর পুরাতন পাশবই পরিবর্তন করে নতুন পাশবই দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন পাশবই দেওয়ার সময় অবশ্যই বিএম কে ব্যালেন্স চেক করে স্বাক্ষর করে তারপর সদস্যকে পাশবই দিতে হবে। নতুন পাশবই দেওয়ার সময় সদস্যর নিকট থেকে পাশবই এর মূল্য বাবদ ২০/- (বিশ) টাকা নিতে হবে। আগামী ডিসেম্বর/২০১৮ ইং মাসের মধ্যে সকল পুরাতন পাশবই পরিবর্তন করে নতুন পাশবই প্রদান করতে হবে। ডিপিএস পাশবই এ কম্পিউটার কোড লেখতে হবে।
- **আদায়যোগ্য রেজিষ্টারে ডিপিস এর আদায় যোগ্য লেখা ঃ** আদায়যোগ্য রেজিষ্টারে ডিপিএস এর আদায়যোগ্য মাসের প্রথম সপ্তাহে লেখতে হবে। মাসের প্রথম সপ্তাহের আদায় নিয়মিত আদায়ের ঘরে লিখতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ডিপিএস এর আদায় বকেয়া আদায়ের ঘরে লিখতে হবে। আদায়যোগ্য রেজিষ্টারে ডিপিএস এর আদায়যোগ্য লেখা নিশ্চিত করতে হবে।
- **জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেওয়া ঃ** অডিট ও মনিটরিং রিপোর্টের আলোকে প্রাপ্ত ভুল-ত্রুটি ও অনিয়মের উপর জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়। জবাব দিহিতা মূলক বক্তব্যে অংশগ্রহন করেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ ও সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজারগণ।
- **নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য ঃ** নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বকেয়া বৃদ্ধি রোধ, বকেয়া আদায়ের জন্য টীম আকারে কাজ করা, সঠিক ভাবে ঋণী যাচাই করা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ও উক্ত বিষয় সমূহ যথাযথ পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। স্বাস্থ্য সঞ্চয় আদায়ের হার বৃদ্ধি, আসপাডা সদস্য সমন্বিত জেনারেল হাসপাতালের জন্য প্রস্তাবিত স্থান নিয়েও আলোচনা করেন। সংস্থার উন্নয়ন ও প্রসার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। চলতি অর্থবছরে সংস্থার আরো ৯ টি নতুন শাখা বৃদ্ধির ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন। এজন্য দক্ষ কর্মী গঠন করার জন্য সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রত্যেক কর্মী যাতে লোডিং ভাতা পায় সেই লক্ষমাত্রা নিয়ে সকলকে কাজ করার আহবান জানান।
- **বিধি আলোচনা ঃ** উপরের আলোচনা ছাড়াও আরো বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয় যেমন- হস্তমজুদ, পাঁচকদের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নিশ্চিত করন, তথ্য গোপন না করা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলের সুস্বাস্থ্য ও সংস্থার কর্মসূচীর সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদান্তে,

লায়ন আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রশিদ
নির্বাহী পরিচালক
আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন